৩৬

যায়যায়দিন

তারিখ ... AUG. 20.2006 ... ...
পৃষ্ঠা . ২৬ কলাম ৭......

পৌনে ৫ লাখ সিটে প্রার্থী ৬ লাখ ছাত্রছাত্রী

নামি কলেজে ছাত্রদল ছাত্রলীগ শিবিরের জমাট ভর্তি বাণিজ্য

আতিক রহমান পূর্ণিয়া ও শফিক ইসলাম

দেশের সরকারি কলেজগুলোতে জমাট ভর্তি বাণিজ্য চালাচ্ছে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ এবং ছাত্রশিবিরের কয়েকজন নেতা। রাজনৈতিক মতভিন্নতা থাকলেও এক্ষেত্রে তারা একজোট। এবার এসএসসিতে ছাত্রছাত্রীরা অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে। সে তুলনায় নামিদামি কলেজগুলোতে আসন অনেক কম হওয়ায় তাদের সামনে এনে দিয়েছে মোক্ষম সুযোগ। তারা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। ছাত্রনেতাদের চাপে কলেজগুলো ভর্তির নীতিমালা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারছে না।

মূলত রাজধানী ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলোর নামকরা কলেজে ভর্তি নিয়ে বাণিজ্য হচ্ছে বেশি। নিয়মিত ভর্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওয়েটিং লিস্ট ধরে চলছে শেষ সময়ের ব্যবসা। এ অবৈধ কাজে সহযোগিতা দিতে রাজি না হওয়ায় তাদের ক্যাডাররা কয়েকটি কলেজে ভাংচুর চালিয়েছে। তারা প্রিন্সিপালসহ শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোনো কোনো কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নামিদামি কলেজগুলোতে এক একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে ভর্তির জন্য পাঁচ হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ টাকা পর্যন্ত তুলে দিতে হচ্ছে এ নেতাদের হাতে। টাকা নেয়ার পর ওই ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলো কলেজ কর্তৃপক্ষকে আলাদা কোটার ব্যাবস্থা করতেও বাধ্য করছে।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে কলেজগুলো এইচএসসিতে ভর্তি শুরু করেছে। দেশের ৩০ হাজার সরকারি-বেসরকারি কলেজে মোট আসন ৪ লাখ ৭০ হাজার। এবার এসএসসি পাস করেছে প্রায় ৬ লাখ। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী। যারা জিপিএ-৫ পেয়েছে তারা তো বটেই অন্যরাও নামে নামকরা কলেজগুলোতে ভর্তিযুদ্ধে। এ প্রতিযোগিতায় মেধার সঙ্গে যোগ হয়েছে নগদ টাকা। ঢাকায় নামিদামি কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকা কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, পৃ২, ক৩

নামি কলেজে ছাত্রদল ছাত্রলীগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কবি নজরুল কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও ঢাকা আলিয়া মদ্রাসায় ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের নেতারা ভর্তি বাণিজ্যে লিপ্ত। ঢাকার বাইরেও নামি কলেজের ক্ষেত্রে সমস্যা একই। ছাত্র সংগঠনগুলোর আবদার না রাখায় গত ১৫ দিনের মধ্যে খুলনার এমএম কলেজ, রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে ব্যাপক ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

রাজধানীর ঢাকা কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতাদের মন রক্ষার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ ওয়েটিং লিস্ট থেকে ভর্তির ৩৭টি ফরম তুলে দিয়েছে তাদের হাতে। গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল এ ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ। এসব ফরমের জন্য ছাত্রপ্রতি এ দুই সংগঠনের নেতারা ৪০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মানবিক বিভাগে ভর্তির জন্য রেট ৪০ হাজার টাকা, বাণিজ্যের জন্য ৬০ হাজার টাকা এবং বিজ্ঞানের জন্য ৮০ হাজার টাকা। তবে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য ছাত্রদলের এক যুগ্ম-সম্পাদক ১ লাখ টাকা নিয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি মনিরুজ্জামান মানিক যায়যায়দিনের কাছে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

আমাদের খুলনা অফিস জানায়, গত ৩ আগস্ট খুলনা সরকারি এমএম সিটি কলেজে ভর্তি নিয়ে মতানৈক্যের জের ধরে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, শিবির মিলে ছাত্রঐক্যের ব্যানারে সেদিন কলেজের সব রুমে তালা ঝুলিয়ে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। পরে কলেজের প্রিন্সিপালসহ চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাদের প্রত্যাহারের দাবিতে কলেজে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ডাকে ছাত্রঐক্য।

রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজে ছাত্রদল নেতাদের পছন্দের তালিকা থেকে ছাত্র ভর্তি না করায় গত ২ আগস্ট কলেজে ব্যাপক ভাংচুর হয়। ছাত্রদল ক্যাডাররা কলেজ শিক্ষকদের দু'ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এ অবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি কার্যক্রম বাতিল করতে বাধ্য হয়। এরও আগে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের চাপে দু'বার ভর্তির নিয়ম শিথিল করতে বাধ্য হয়েছে।

আমাদের রাজশাহী অফিস জানিয়েছে, ছাত্রদলের দাবি অনুযায়ী গ্রেড পয়েন্ট কমিয়ে এখন আবার ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের প্রিন্সিপাল আফতাব উদ্দিন আনসারী তার অসহায়ত্বের কথা স্বীকার করে বলেছেন, এ বিষয়ে তার আর কিছুই করার নেই। অনেক সময় অনেক কিছু মেনে নিতে হয়।

সিলেট অফিস থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, সিলেট সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর আতাউল হক লস্কর নিজে ৫০টি সিট তিনটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার প্রস্তাব দেন।

চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, চট্টগ্রামের সরকারি কমার্স কলেজে ছাত্রদল, সরকারি চট্টগ্রাম কলেজ ও সরকারি মহসীন কলেজে ছাত্রশিবির এবং সরকারি সিটি কলেজ ও ওমর গনি এমইএস কলেজে ছাত্রলীগ ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে।

তবে এ তিনটি ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতারাই তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন যায়যায়দিনকে বলেন, কলেজে ভর্তি নিয়ন্ত্রণ বা ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে তাদের সংগঠনের কারো কোনো সম্পর্ক নেই। দেশের কোথাও ছাত্রদল বা শিবিরের সঙ্গে তাদের কোনো ঐক্য হয়নি বলে তিনি দাবি করেন। ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুর রহমান বলেছেন, শিবির কোথাও ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত নয়। কোথাও এমন হয়ে থাকলে তা শিবিরের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য কেউ শিবিরের নাম ভাঙিয়ে করে থাকতে পারে। এ বিষয়ে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সেক্রেটারি শফিউল বারী বাবু যায়যায়দিনকে বলেন, দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় ছাত্রদল প্রশাসনকে সহায়তা করে থাকে। ছাত্রদলের কোনো নেতাকর্মী এ ধরনের কাজে জড়িত থাকতে পারে না বলে তিনি দাবি করেন। তিনি অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও ভর্তি বাণিজ্য করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।